প্রথম আলো

তারিখ 24 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ ০ কলাম ৪

● গণিত উৎসব

অতিথিদের সঙ্গে ঢাকা বিভাগীয় গণিত উৎসবে বিজয়ীরা। গণিতকে জয় করার পাশাপাশি সুন্দর দেশ গড়ার দায়িত্ব এখন এ খুদে গণিতবিদদের হাতে ● ছবি : হাসান রাজা

গণিতকে জয়ের পাশাপাশি দায়িত্ব সুন্দর দেশ গড়ে তোলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

২০১০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের আসর থেকে সোনা জেতার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিভাগীয় গণিত উৎসব শেষ হয়েছে। উৎসবে পুরস্কার পাওয়া ১২০ জন বিজয়ীর মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে দেওয়া হয়। আর এই খুদে গণিতবিদদের কাঁধে গণিতকে জয় করার পাশাপাশি সুন্দর দেশ গড়ে তোলারও দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা অঙ্গীকার করে যুদ্ধাপরাধীদের ঘৃণা করার এবং মুখস্থ করা, মাদক ও মিথ্যাকে না বলার।

রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে সকাল নয়টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ কে এম মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, গণিত মেধাকে শাণিত করে। গণিতের কঠিন সূত্র সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটে।

ডাচ-বাংলা ব্যাংক প্রথম আলো
গণিত উৎসব ২০০৯

এ উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি। ডাচ-বাংলা ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা এবং *প্রথম আলোর* সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এ উৎসবে ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক হাজার ৫৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী সবাইকে সনদ দেওয়া হয়। আর বিজয়ীদের মেডেল ও সনদ দেওয়া হয়। এ নিয়ে ১৪টি বিভাগীয় উৎসবের মধ্যে গতকাল ১১তম বিভাগীয় গণিত উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ১৪টি বিভাগীয় উৎসবের বিজয়ীদের নিয়ে আগামী ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্র ও শনিবার রাজধানীর সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে জাতীয় গণিত উৎসব ২০০৯ অনুষ্ঠিত হবে।

'গণিত শেখো, স্বপ্ন দেখো' স্লোগান সামনে রেখে আয়োজিত এ উৎসবে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির পতাকা উত্তোলন করেন কমিটির সভাপতি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

দায়িত্ব সুন্দর দেশ গড়ে তোলার

শেষ পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আজ থেকে সাত বছর আগে বলেছিলাম, ২০১০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড আসর থেকে মেডেল আনতে হবে। তবে এ উৎসবের এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গণিতভীতি থেকে বের হয়ে আসা এবং এর ভেতর মজার যা কিছু আছে তা তুলে ধরা।'

দিনব্যাপী সপ্তম গণিত উৎসব ২০০৯-এ খুদে গণিতবিদদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য দেশের বিশিষ্ট গণিতবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে অভিভাবকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

এবারের উৎসবের প্রতিপাদ্য ছিল 'আমাদের পতাকা আমাদের মান'। তাই ঢাকা বিভাগীয় উৎসবটি উৎসর্গ করা হয় শহীদজননী প্রয়াত জাহানারা ইমামকে।

গতকাল নগরে শীত জেঁকে বসলেও সকাল আটটা থেকেই শিক্ষার্থীদের পদচারণে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। নরসিংদীর এক খুদে শিক্ষার্থীর কাছে গণিত কঠিন বিষয় কি না—জানতে চাইলে এমন একটি হাসি দিল, যা দেখে মনে হলো গণিতের মতো সহজ বিষয় আর দ্বিতীয়টি নেই।

উৎসবের মূল পর্ব এক ঘণ্টার গণিত অলিম্পিয়াডে গণিতের জটিল সূত্র শিক্ষার্থীদের কাবু করতে পারেনি। বরং প্রশ্নোত্তর পর্বে বিশিষ্ট গণিতবিদেরা হার মানেন খুদে গণিতবিদদের কাছে। শিক্ষার্থীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি তাঁরা, খুদেদের এই গাণিতিক প্রশ্নে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা।

প্রবীণ গণিতবিদ অধ্যাপক এ কে এম লুৎফুজ্জামান বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এ উৎসবের কথা ছড়িয়ে গেছে। সবাই জানতে চায় এ উৎসব সম্পর্কে। তাই এ উৎসবটিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

গণিতবিদ অধ্যাপক খোদাদাদ খান বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে একে উৎসব বলি না, বলি আন্দোলন। আর শুধু প্রতিযোগিতার খাতিরে এ উৎসবে অংশগ্রহণ না করে সারা বছর চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে গণিত প্রশিক্ষণের দিকে নজর দিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।'

পরমাণু বিজ্ঞানী ড. রেজাউর রহমান বলেন, ছোটবেলা থেকেই গণিতে দক্ষ হয়ে উঠলে গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা তার সুদূরপ্রসারী ফল পাবে।

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সহসভাপতি ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'তোমাদের দিকে তাকালে আগামী এক বছরের জন্য আমাদের শরীরের ব্যাটারি চার্জ হয়ে যায়।'

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইয়াছিন আলী আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে সোনা জেতার স্বপ্নপূরণে বেশি করে গণিত অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। এ বছরের জুলাই মাসে জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডের সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ সোনা জিততে না পারলেও রুপা জিতে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উৎসবে ইয়াছিন আলী আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন করেন।

প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, 'আমাদের সময় গণিত অলিম্পিয়াড ছিল না। পাঠশালায় পণ্ডিতের হাতে বেত থাকত, মুখস্থ করে আসতাম, আর বলতাম।' যুক্তি দিয়ে গণিতের ধাঁধার উত্তর বের করতে পারলে যুক্তি দিয়ে সব কিছু গ্রহণ করার মনমানসিকতা গড়ে উঠবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উৎসবে ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ড. রাশেদ তালুকদার, ড. ইয়াসমীন হক, ডা. আয়শা সানিয়া, ড. জেসমিন, ড. হুমায়ুন কবীর, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক প্রমুখ বক্তব্য দেন।

উৎসবে প্রাইমারি, জুনিয়র সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি—